যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা -৪- কলাম ..৩....

তাহারা কি শিক্ষাগুরু?

ক্ষক কাহাকে বলে? পাঠদানের পাশাপাশি কী কী যোগ্যতাবলে মানুষ শিক্ষাগুরু হইয়া
ঠেন? শাবিপ্রবি'র কতিপয় শিক্ষকের কর্মকাণ্ডে ঐ সকল পুরাতন প্রশ্ন নূতন করিয়া
ঠিয়াছে। বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মাতা-পিতার সহিত সন্তানের
ম্পর্কের তুল্য। অন্যান্য সংস্কৃতিতেও শিক্ষককুল সমাজের সুশীল অংশ বলিয়া বিবেচিত
শ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে জাতির আদর্শ বলিয়াও মান্য
র এইরূপ ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়াই শাবিপ্রবি'র প্রক্টর সাজেদুল করিমের নেতৃ
এনপি-জামায়াতপন্থী ২০-২৫ জন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপর চড়াও হইয়াছেন। কেবল
াও বলিলে সম্পূর্ণ বলা হয় না— তাহারা শিক্ষার্থীদের শারীরিক নিগ্রহের পাশাপাশি ত
াষায় গালাগাল করিয়াছেন, কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আটক রাখিয়া মুচলেকা লইয়াছেন।
ডিয়ায় শিক্ষকপ্রবরদের কীর্তি প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষার্থীদের অপরাধ— তাহারা
শ্ববিদ্যালয়টির বিতর্কিত উপাচার্য ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদের অপসারণের দাবিতে
ান্দোলন করিতেছিলেন। ঐ উপাচার্য দায়িত্ব পাইবার পর হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি
নিয়ম চালাইয়া আসিতেছিলেন। গত মে মাসে তীব্র আন্দোলনের মুখে তিনি পদত্যাগ
খিয়া দিয়া কোনরকমে ক্যাম্পাস ছাড়েন। ক্ষমতাসীন জোটের ছাত্র সংগঠনগুলির ক্যা
তাহাদের সমর্থক শিক্ষকদের সহায়তায় সম্প্রতি তিনি ক্যাম্পাসে ফিরিলে পুনরায়
চলাবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রগতিশীল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে ক্লাস বর্জন, মিছিল-মি
অবস্থান ধর্মঘট করিতে থাকেন। উপাচার্যেরই মদদে শিবির ক্যাডাররা শাবিপ্রবির
াতিমান শিক্ষকদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়াছিল গত মাসে। ক্ষমতাসীন জোটের ছাত্র
ংগঠনের এইরূপ চেহারা অচেনা না হইলেও শিক্ষকদের দলীয় ক্যাডারের ভূমিকায় অব
ইবার ঘটনা শাবিপ্রবিতে প্রথম। আশঙ্কার কথা, হামলা হইয়াছে প্রক্টরের নেতৃত্বে।
ক্ষার্থীরা যাহার নিকট নিরাপত্তা পাইবার কথা— আক্রান্ত হইল তাহারই নেতৃত্বে। যেই
খে তাহারা সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীদের গালাগাল করিলেন, সেই মুখে কীভাবে নিজেদের
ক্ষক বলিয়া পরিচয় দিবেন? অন্যায়ের প্রতিবাদ, ন্যায়ের পক্ষে দণ্ডায়মান হইবার মতো
ত্ব ও সাহস দূরে থাকুক, জাতি এই সকল লোকের নিকট হইতে সাধারণ ভব্যতাও ি
খিতে পারিবে? বড় কথা, এইরূপ অচলাবস্থা ও অরাজকতার ভিতর একটি বিশ্ববিদ্যা
র্যাদা লইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না। একজন বিতর্কিত ও প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিকে বহাল
খিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে এইভাবে সঙ্কটে ঠেলিয়া দিয়া সরকারও দায়িত্বশীলতার
রিচয় দিতেছে না। বর্তমান উপাচার্যকে অপসারণ করিলে শাবিপ্রবির অচলাবস্থা দূর হই
ক্ষেত্রে অগ্রগতি হইবে সন্দেহ নাই। এই সরকারের আমলেই অন্তত দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে
পাচার্য বদল করিয়া আন্দোলন ও অস্থিরতা দূর করা হইয়াছে। শাবিপ্রবি'র ক্ষেত্রে কেন
লম্ব করা হইতেছে বোধগম্য নহে। উপাচার্য বদলের একটি কথা বাতাসে ঘুরিয়া
ড়াইলেও সরকার সমর্থক শিক্ষকদের ন্যক্কারজনক হামলায় সেই সম্ভাবনাও বোধকরি
খন ফিকে। সরকারে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকজন থাকিলে সময় থাকিতেই শাবিপ্রবি'র
চলাবস্থা দূরীকরণে ব্যবস্থা লইবেন। শিক্ষার্থীরা এখন উপাচার্যের সহিত হামলাকারী
ক্টরেরও অপসারণ দাবি করিয়াছেন। এই দাবি ন্যায়সঙ্গত। একজন দুর্বৃত্ত প্রকৃতির ব্যা
র যাহাই হউন, শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর পদে থাকিতে পারেন না— শিক্ষাঙ্গনে তো নহেই
র্তমান সরকার আর মাসাধিককাল ক্ষমতায় থাকিবে। বিলম্বে হইলেও শাবিপ্রবি'র শিক্ষ
ক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লওয়াই সরকারের উচিত হইবে।